225255 - কুরআনে কারীম মানুষের কাছে মহাকাশ-তত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য নাযিল হয়নি

প্রশ্ন

বিজ্ঞান বলে: এলিয়েন (ভিনগ্রহের প্রাণী) রয়েছে। বরং এটাও বলে যে, কিছু উড়ন্ত পরিচি (UFO) রয়েছে। আমি বলি: হতে পারে কিছু এলিয়েন রয়েছে। কিন্তু আগে আমি এ মাসয়ালায় শরিয়তের দৃষ্টভিঙ্গি জানতে চাই।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

কুরআনে কারীম ও সহিহ সুন্নাহ এলিয়েন সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে আসেনি। বরং এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো কুরআন-সুন্নাহ্র দলিলগুলো বুঝার ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টভিঙ্গি ও ইজতিহাদ; যে তথ্যগুলো সঠিক হওয়া কিংবা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব তথ্যকে ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত করা যাবে না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

জাগতিক জ্ঞানসমূহ ও মহাকাশের আবিষ্কারগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য শরিয়ত আসেনি। স্থলজগৎ, জলজগৎ বা মহাশূণ্যের প্রাণীসমূহের বিবরণ দেয়া কিংবা প্রাকৃতিক জ্ঞান সেটা যে শাখা ও অধ্যায়ের হোক না কেন; সেগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য শরিয়ত আসেনি। শরিয়ত এসেছে উত্তম আখলাক, আমল ও অবস্থার দিকনির্দেশনামূলক বার্তা নিয়ে। আল্লাহ্র পথ দেখানো, তাঁর নাম ও গুণসমূহের পরিচিতি জানানো, তাঁর সৃষ্টি ও আদেশ-নিষেধে অবহিত করার আলোকবর্তিকা নিয়ে; যাতে করে দুর্বল এ মানব দুনিয়াতে সুষ্ঠু জীবন যাপন করা ও আখিরাতে সুখী হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সুখ অর্জন করতে পারে। যে সুখের দিকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকছেন এবং যে সুখের সন্ধান দেয়ার জন্য তাঁর কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, তাঁর রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন: "হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; এবং আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দিকে একজন আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল এক প্রদীপরূপে।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আমি আপনাকে একজন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, রাসূলকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করা।"[সূরা ফাতহ, আয়াত: (৭-৮)]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর তা

জালমেদরে শুধু ক্ষতহি বৃদ্ধি করে।"[সূরা বনী ইসরাইল (৮২)]

ইতপিূর্বে আমাদরে ওয়বেসাইটরে 211860 নং প্রশ্নোত্তরে বস্তিারতি আলোচনার মাধ্যমে এ বষিয়টি নরিসন করা হয়ছে।

তাই এলয়িনে সংক্রান্ত কংিবা ভনিগ্রহে ও গ্যালাক্সতিে প্রাণরে অস্তত্বি থাকা বা না-থাকা সংক্রান্ত কোন তথ্যকে ইসলামী শরয়িতরে দকিে সম্বন্ধতি করার নশ্চিয়তা দয়ো প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়। কোন গবষেক এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ যা করতে পারনে সটো হল কুরআন-সুন্নাহর কছিু দললিরে ইঙ্গতিকে ভত্তিি করে তনিি নজিস্ব চন্তিাভাবনা (ইজতহিাদ) খাটাতে পারনে; তবে অকাট্য ও নশ্চিয়তা প্রদানরে ভাষা ব্যবহার করে নয় এবং নজিরে মনে যা আছে সটোর সাথে দললিকে খাপ খাওয়ানোর জন্য গোয়ার্তুমি করে নয়। কনেনা এ ধরণরে চর্চা যথাযথ মানহাজ (গবষেণা পদ্ধতি) নয়। এ ধরণরে চর্চার শষে পরণিতি হচ্ছে দোদুল্যমান উপস্থাপন ও সাংঘর্ষকি ভত্তিি পত্তন।

তবে যে বষিয়রে প্রতি আমরা সুদৃঢ় ঈমান রাখি সটো হল আমাদরে জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টকিে আয়ত্ব করার মত নয় এবং তাঁর সৃষ্টি আমাদরে ববিকেবুদ্ধতিে সীমাবদ্ধ হওয়ার চয়েওে অনকে বড়। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "তারা কি মনে করে না য, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমনি সৃষ্টি করছেনে তনিি তাদরে মত মানুষও (পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম? তনিি তাদরে জন্য একটি নর্দিষ্টি ময়োদ ঠকি করে দয়িছেনে, যাতে কোন সন্দহে নইে। তবুও জালমেরা (মানতে) অস্বীকার করছে, তারা কবেল অবশ্বিাসই করছে।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৯৯]

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আপনার প্রভু যা ইচ্ছা আর পছন্দ করনে তাই সৃষ্টি করনে। তাদরে কোন পছন্দরে স্বাধীনতা নইে। আল্লাহ্ কত মহান! তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তনিি তার ঊর্ধ্বে।"[সূরা ক্বাছাছ, আয়াত: ৬৮]

তনিি আরও বলনে: "আসমান ও জমনিরে রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। তনিি যা চান তাই সৃষ্টি করনে।"[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯]

ইতপিূর্বে 129972 নং প্রশ্নোত্তরে এ বষিয়ে ইঙ্গতি করা হয়ছে।